26 FEBRUARY

যাকাতের বরকত

(For Islamic Brothers)
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

যাকাতের বরকত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

শাফায়াতের অযীফা! 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
কারুনের বিনাশ 5
যাকাতের ফরযিয়্যত 9
যাকাতের গুরুত্ব 10
(১) ঈমানে পূর্ণতার মাধ্যম 12
(২) আল্লাহ পাকের রহমতের বর্ষণ 12
(৩) তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অর্জন 13
(৪) সফলতার পথ 13
(৫) আল্লাহর সাহায্যের অধিকারী 13
যাকাত আদায় করার আরও উপকারিতা 14
সাহাবায়ে কিরামের উৎসাহ 15
ইতিকাফের উৎসাহ 18
মাদানী তহবিলের উৎসাহ 19
১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ "সাপ্তাহিক ইজতিমা" 21
ইতিকাফের সুন্নাত ও আদব 22
ঘোষণা 23
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 24
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 24
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 24

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 25
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 25
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 25
(৬) দরূদে শাফায়াত: 26
(১) এক হাজার দিনের নেকী 26
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 26
ইতিকাফের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 27
মসজিদে প্রবেশের দোয়া 28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 30
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 32
মাসিক ৪টি নেক আমল 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 33

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

শাফায়াতের অযীফা!

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةً لَهُ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة” যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার

দিন দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো। **(জমউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ুতী, ৭/১৯৯, হাদীস: ২২৩৫২। যিয়ায়ে দরূদ ও সালাম, পৃষ্ঠা: ১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারুনের বিনাশ

কারুন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর চাচা ইয়াসহারের ছেলে ছিলো। আল্লাহ পাক তাকে অশেষ সম্পদ দ্বারা ধন্য করেছিলেন, এমনকি তার ধন ভান্ডারের চাবিসমূহ এমন চল্লিশজন লোক বহন করতো, যারা সাধারণ পুরুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলো। **(তাফসীরে খাযিন, ২০তম পারা, সূরা কিসাস, ৭৬নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৪৪০)** যেমনটি ২০ম তম পারার সূরা কিসাসের ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاٰتَیْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَاۤ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِی الْقُوَّةِ

(পারা ২০, সূরা কিসাস, আয়াত ৭৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছি, যেগুলোর চাবি একটা বলবান দলের উপরও ভারী ছিলো।

যখন আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের উপর যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ করলেন তখন কারুন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট এলো এবং তাঁর সাথে এটা নির্ধারণ করলো যে, এক হাজার (১০০০) দীনারের পরিবর্তে এক দীনার, এক হাজার (১০০০) দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম আর এক হাজার ছাগলের পরিবর্তে একটি ছাগল প্রদান করবে এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বস্তুও হাজার ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। সুতরাং যখন সে ঘরে ফিরে সম্পদের যাকাত হিসাব করলো তখন তা অনেক সম্পদে পরিণত হচ্ছিলো, তার নফস এতগুলো সম্পদ দেয়ার সাহস করলো না, সুতরাং সে বনী ইসরাঈলদের জড়ো করে বললো যে, তোমরা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সকল কথায় আনুগত্য করো, এখনতো তিনি তোমাদের সম্পদ গ্রাস করতে চায়, তোমরা কি বলো? তারা বললো: তুমি হচ্ছো আমাদের বড়, যা ইচ্ছা আদেশ দাও। কারুন বললো: অমুক নষ্টা মহিলার নিকট যাও এবং তার সাথে টাকার বিনিময়ে একটি চুক্তি করো যে, সে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে, আর যখন এরূপ হবে তখন বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর পিছু ছেড়ে দিবে, সুতরাং কারুন ঐ মহিলাটিকে এক হাজার (১০০০) দিরহাম এবং এক হাজার (১০০০) দীনার দিয়ে এই বিষয়ে রাজি করলো যে, সে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অপবাদ দিবে। পরবর্তী দিন কারুন বনী ইসরাঈলদের জড়ো করলো এবং হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট এসে বলতে লাগলো

যে, বনী ইসরাঈলরা আপনার অপেক্ষা করছে, আপনি তাদের ওয়াজ ও নসীহত করুন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং বনী ইসরাঈলদের নসীহত করতে গিয়ে বিভিন্ন গুনাহের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। কারুন বলতে লাগলো: এই আদেশ কি সবার জন্য, এমনকি যদি আপনিও হন? তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হ্যাঁ! যদি আমিও হইনা কেন। কারুন বললো: বনী ইসরাঈলদের ধারণা যে, আপনি অমুক মহিলার সাথে অপকর্ম করেছেন।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তাকে ডাকো। সে আসলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: তোমাকে ঐ স্বত্ত্বার শপথ! যিনি বনী ইসরাঈলদের জন্য নদীকে দ্বিখন্ডিত করেছেন এবং এর মঝে রাস্তা তৈরি করেছেন আর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন, সত্যি কথা বলো। সে মহিলা ভয় পেয়ে গেলো এবং তার আল্লাহ পাকের রাসূলের প্রতি অপবাদ দিয়ে তাঁকে কষ্ট দেয়ার সাহস হলো না, সে তার মনে মনে বললো যে, এর চেয়ে তাওবা করাই শ্রেয়। সুতরাং সে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে আরয করলো যে, “আল্লাহ পাকের শপথ! যা কিছু কারুন বলাতে চেয়েছিলো সবই মিথ্যা, সে আমাকে অনেক সম্পদের লোভ দেখিয়েছিলো যে, আমি যেন আপনার প্রতি অপবাদ দিই।” একথা শুনে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আপন আল্লাহ পাকের সমীপে কান্না করে সিজদায় পতিত হলেন এবং এটা আরয করতে লাগলেন: হে দয়াময় প্রতিপালক! যদি আমি তোমার রাসূল হই, তবে আমার জন্য কারুনের প্রতি আপন আযাব অবতীর্ণ করো। আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জমিনকে আপনার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছি, আপনি তাকে যা ইচ্ছা আদেশ দিন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام

বনী ইসরাঈলদের বললেন: হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহ পাক আমাকে কারুনের নিকট প্রেরণ করেছেন যেমনিভাবে ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, যারা কারুনের সাথী রয়েছো, তারা তার সাথেই অবস্থান করো এবং যারা আমার সাথী রয়েছো তারা পৃথক হয়ে যাও। সবাই কারুন থেকে পৃথক হয়ে গেলো এবং দু'জন ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাকে সঙ্গ দিলো না। তখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام জমিনকে আদেশ দিলেন: "يَا اَرْضُ خُذِيْهِمْ" অর্থাৎ হে জমিন, একে গ্রাস করো! তখন তারা হাটু পর্যন্ত ধসে গেলো। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আবারো এরূপ বললে কোমর পর্যন্ত ধসে গেলো, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এরূপ বলতে লাগলেন এমনকি তারা গর্দান পর্যন্ত ধসে গেলো, এবার তারা কাঁদতে লাগলো এবং কারুন তাঁকে আল্লাহ পাকের শপথ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিতে লাগলো, কিন্তু হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام জালালী হওয়ার কারণে ভ্রুক্ষেপ করলেন না, এমনকি তারা একেবারেই ধসে গেলো এবং মাটি সমতল হয়ে গেলো।

হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: তারা কিয়ামত পর্যন্ত জমিনে ধসতেই থাকবে। বনী ইসরাঈলরা বললো: হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কারুনের বাড়ি এবং তার ধন ভান্ডার ও সহায় সম্পদের কারণে তাকে বদ দোয়া করেছেন। একথা শুনে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করলেন, তখন সেই বাড়ি এবং তার ধন ভান্ডার ও সহায় সম্পদ সবই জমিনে ধসে গেলো।

(তাফসীরে খাযিন, ২০তম পারা, আল কিসাস, ৮১নং আয়াতের পাদটীকা, ৩/৪৪২)

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে মাজীদ, ফুরকানে হামীদে কারুনের পরিণতি সম্পর্কে কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন, ২০ তম পারার সূরা কিসাসের ৮১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿۸۱﴾

(পারা ২০, সূরা কিসাস, আয়াত ৮১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর আমি তাকে এবং তার প্রাসাদকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম, অতঃপর তার নিকট কোন মানব-গোষ্ঠী ছিলো না যে, আল্লাহ থেকে বাঁচানোর জন্য তার সাহায্য করতো; এবং না সে তার বদলা নিতে পারতো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দুনিয়াবী সম্পদের ভালবাসায় যাকাতকে অস্বীকারকারী এবং আল্লাহ পাকের রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণকারী হতভাগা কারুনের পরিণতি কিরূপ ভয়ানক হলো, তার সম্পদও কোন কাজে এলো না, তার ধন ভান্ডারও কোন কাজে এলো না, বরং সে তার ধন ভান্ডারসহ আযাবে লিপ্ত হয়ে গেলো। সূরা কিসাসে বর্ণনাকৃত এই ঘটনা থেকে যেমনিভাবে দুনিয়াবী সম্পদের ভালবাসার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে জানা যায়, তেমনিভাবে যাকাতের গুরুত্বও স্পষ্টভাবে জানা যায়।

যাকাতের ফরযিয়্যত

মনে রাখবেন, উম্মতে মুহাম্মদীর উপরও যাকাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে। যেমনটি ১ম পারা সূরা বাকারায় ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাকের ইরশাদ হচ্ছে:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নামায কায়েম রাখো ও যাকাত আদায় করো।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাযায়িনুল ইরফানে এই আয়াতের

আলোকে লিখেন: এই আয়াতে নামায ও যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকাত ইসলামের মূল ভিত্তির মধ্যে একটি। আল্লাহ পাকের মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ইসলামের মূল ভিত্তি হলো পাঁচটি বিষয়ের উপর, এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ পাক ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তাঁর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্ব করা এবং রমযানের রোযা রাখা। **(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, ১/১৪, হাদীস: ৮)**

যাকাতের গুরুত্বের অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করা যায় যে, কুরআনে মাজীদ, ফুরকানে হামীদে নামায এবং যাকাত একত্রে ৩২টি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২০২)**

যাকাতের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেকোন দেশ অর্থনৈতিকভাবে যতই উন্নত হোক না কেন, কিন্তু তাতে জনসাধারণের এমন একটি অংশ রয়েছে যারা বিভিন্ন কারণে দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বের শিকার হয়ে থাকে। এরূপ লোকেদের দেখাশোনার দ্বায়িত্ব আল্লাহ পাক ধনীদের উপর সমর্পন করেছেন। সুতরাং আল্লাহ পাক ধনীদের উপর যাকাত ফরয করেছেন যেন তারা নিজের যাকাতের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র এবং নিঃস্বদের সাহায্য করতে পারে এবং সম্পদ গুটি কয়েক মানুষের হস্তগত থাকার পরিবর্তে হতদরিদ্র মানুষের নিকট যেন পৌঁছে এবং এভাবে যেন সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। মনে রাখবেন, যদি আল্লাহ পাক চাইতেন তবে সবাইকেই সম্পদশালী বানিয়ে দিতে পারতেন এবং কোন লোকই গরীব

থাকতো না, কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছায় কাউকে ধনী বানিয়েছেন, তো কাউকে গরীব, যাতে ধনীকে তার সম্পদ দ্বারা এবং গরীবকে তার দরিদ্রতা দ্বারা পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং ৮ম পারার সূরা আনআমের ১৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓىٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّیَبْلُوَكُمْ فِیْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৬৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তিনিই হন, যিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বহু মর্যাদায় উন্নীত করেছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয় ঐসব বিষয়ের মধ্যে, যেগুলো তোমাদেরকে দান করছেন।

অর্থাৎ এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন যে, তোমরা নেয়ামত, পদমর্যাদা এবং সম্পদ পেয়ে কেমন কৃতজ্ঞ হও এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে কি ধরনের আচরণ করো। **(খাযায়িনুল ইরফান, ৮ম পারা, আনআম, ১৬৫ নং আয়াতের পাদটীকা)**

জানা গেলো যে, দুনিয়া হচ্ছে দারুল ইমতিহান (অর্থাৎ পরীক্ষার ঘর), সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আল্লাহ পাকের আদেশ সমূহকে সৌভাগ্য মনে করে আনন্দচিত্তে আদায় করা এবং নিজের আখিরাতের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের ভান্ডার জমা করা। আর যাকাত তো এমন একটি ইবাদত, যাতে আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকারীতা ও ফযীলত রাখা হয়েছে। আসুন! যাকাত আদায় করার কয়েকটি উপকারীতা সম্পর্কে শুনি এবং নিজের অন্তরে এর গুরুত্বকে আরো দৃঢ় করি।

(১) ঈমানে পূর্ণতার মাধ্যম

যাকাত আদায়কারীর প্রথম সৌভাগ্য এটাই অর্জিত হয় যে, যাকাত আদায় করাটা তার ঈমান পূর্ণতার মাধ্যম। আসুন! এপ্রসঙ্গে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন:

১. তোমাদের ইসলামে পূর্ণতা লাভ করা এটাই যে, তোমরা তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় করো।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সাদাকাত, হাদীস ১২, ১/৩০১)

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি ঈমান রাখে, তবে তার জন্য আবশ্যক যে, নিজের সম্পদের যাকাত আদায় করা। **(আল মু'জামুল কবীর, হাদীস ১৩৫৬১, ১২/৩২৪)**

(২) আল্লাহ পাকের রহমতের বর্ষণ

যাকাত আদায়কারীর দ্বিতীয় সৌভাগ্য এটা অর্জিত হয় যে, তার উপর আল্লাহ পাকের রহমত অঝোর ধারায় বর্ষণ হতে থাকে। সুতরাং ৯ম পারা সূরা আ'রাফের ২৫৬ নং আয়াতে রয়েছে:

وَ رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَیْءٍؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِیْنَ هُمْ بِاٰیٰتِنَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ২৫৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমার দয়া প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে রয়েছে, সুতরাং অনতিবিলম্বে আমি নি'মাতসমূহ তাদের জন্যই লিপিবদ্ধ করে দেবো, যারা ভয় করে, যাকাত দেয় এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে।

(৩) তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অর্জন

যাকাত আদায়কারীর তৃতীয় সৌভাগ্য এটা অর্জিত হয় যে, এর দ্বারা তাকওয়া অর্জিত হয়। সুতরাং কুরআনে পাকের ১ম পারায় সূরা বাকারার ৩নং আয়াতে মুত্তাকীদের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এই নিদর্শনটিও বর্ণনা করা হয়েছে:

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমারই দেয়া জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে।

(৪) সফলতার পথ

যাকাতের চতুর্থ উপকারীতা হলো যে, এর দ্বারা বান্দা সফল মানুষের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমনটি কুরআনে পাকে সফলতার শিখরে আরোহন কারীদের একটি কাজ যাকাতও বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব ১৮তম পারা সূরা মুমিনুনের ১ থেকে ৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۱﴾ الَّذِيْنَ هُمْ
فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۲﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ﴿۴﴾

(পারা ১৮, সূরা মুমিনুন, আয়াত ১-৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ, যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত নম্র হয় এবং যারা অনর্থক কথার দিকে দৃষ্টিপাত করেনা এবং যারা যথাযথ যাকাত প্রদান করে।

(৫) আল্লাহর সাহায্যের অধিকারী

পঞ্চম ফযীলত হলো যে, আল্লাহ পাক যাকাত আদায়কারীকে সাহায্য করে থাকেন। যেমনটি ১৭তম পারা সূরা হজ্জ এর ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ﴿۴۰﴾ اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿۴۱﴾

(পারা ১৭, সূরা হজ্জ, আয়াত ৪০-৪১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ সাহায্য করবেন তারই, যে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করবে, নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। সেসব লোক যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম রাখবে, যাকাত দেবে, সৎকর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহ এরই জন্য সমস্ত কর্মের পরিণাম

যাকাত আদায় করার আরও উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকাত আদায় করার এগুলো ছাড়াও আরও অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন; যাকাত আদায় করলে মুসলমানের অন্তর খুশি হয়, যাকাত দিয়ে গরিব মুসলমানের উপকার হয়, মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় হয়, সম্পদ পবিত্র হয়, খারাপ গুণাবলী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তা এভাবে যে, নফস লোভ, সম্পদের ভালোবাসা এবং কৃপণতা থেকে মুক্তি পায়। সম্পদে বরকত হয়, সম্পদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সম্পদের হেফাযত হয়, অর্থাৎ সম্পদ চুরি ও ক্ষতি থেকে সুরক্ষিত থাকে। আল্লাহ পাক যাকাত প্রদানকারীদের প্রয়োজন পূরণ করবেন এবং যাকাত প্রদানকারী গরিবদের দোয়া পায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যাকাত দ্বিতীয় হিজরী সনে রোযার পূর্বে ফরয হয়েছিলো। **(দুররে মুখতার, কিতাবুয যাকাত, ৩/২০২)** যখন যাকাত ফরয হলো

তখন ধনী সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আনন্দচিত্তে এবং খুবই উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে নিজের সম্পদের যাকাত প্রদান করতেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

সাহাবায়ে কিরামের উৎসাহ

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, একবার রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে যাকাত উসূল করার জন্য প্রেরণ করলে আমি এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। তিনি তার সমস্ত সম্পদ আমার নিকট জমা করালেন, আমি দেখলাম যে, এর মধ্যে এক বছরের একটি উটনী দান করা আবশ্যক। আমি তাকে বললাম যে, আপনার যাকাত হিসেবে এক বছরের একটি উটনী দিন, কেননা এটিই তোমার এই উটগুলোর যাকাত। তিনি বললেন: "এক বছরের উট কি কাজে আসবে? তাতে আরোহনও করা যাবে না, দুধও পাওয়া যাবে না, এই দেখুন একটি শক্তিশালী এবং মোটা তাজা উট রয়েছে, আপনি এটাই যাকাত হিসেবে নিয়ে যান।" আমি বললাম: আমি এমন জিনিস কখনোই নিবো না, যা আমাকে আদেশ দেয়া হয়নি। হ্যাঁ! তবে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তোমার নিকটেই রয়েছে, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজে তা পেশ করে দাও। যদি প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم গ্রহণ করে নেন তবে আমি নিয়ে নিবো এবং গ্রহণ না করলে তবে নিবো না। তিনি বললেন: ঠিক আছে এবং তিনি সেই উটনীটি নিয়ে আমার সাথে চললেন। যখন আমরা রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে পৌঁছলাম তখন তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার দূত আমার সম্পদের যাকাত উসূল করার জন্য আমার নিকট এলেন এবং আল্লাহ পাকের শপথ! এর পূর্বে কখনো আমার

এই সৌভাগ্য নসীব হয়নি যে, হুযুর বা তাঁর দূত আমার সম্পদ প্রত্যক্ষ করেছেন। আমি আপনার দূতের সামনে আমার সকল উট পেশ করে দিলাম, তখন তাঁর দৃষ্টিতে এক বছরের একটি উট যাকাত হিসেবে আবশ্যক হচ্ছে। এক বছরের উটনী দুধও দিবে না, বাহনের কাজেও আসবে না, তাই আমি একটি বড়, স্বাস্থ্যবান উটনী পেশ করলাম যে, তিনি যেন এটাকে যাকাত হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করে দিয়েছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই উটনী আমি আপনার দরবারে নিয়ে এসেছি, আপনি এটি কবুল করে নিন। প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমার উপর তো ঐটিই আবশ্যক। তবে হ্যাঁ! যদি তুমি তোমার ইচ্ছাতেই বেশি বয়সের উটনী দাও তবে আল্লাহ পাক তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন এবং এটি আমি কবুল করে নিলাম। তিনি আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সেই উটনী এটিই যা আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি, আপনি এটি কবুল করে নিন, তখন রাসূলূল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি নেয়ার অনুমতি দিলেন এবং তার সম্পদে বরকতের জন্য দোয়া করলেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুয যাকাত, ২/১৪৮, হাদীস: ১৫৮৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মনে যাকাত আদায়ের কিরূপ প্রেরণা ছিলো যে, তারা আল্লাহ পাকের পথে দেয়ার জন্য নিজের সবচেয়ে উত্তম বস্তু পেশ করতেন এবং তা নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করতেন। কিন্তু আফসোস! একদিকে আমরা যে, আনন্দচিত্তে যাকাত প্রদান করা তো দূরের কথা, আমাদের মধ্যে বড় একটি অংশ যাকাত আদায়ও করে না। মনে রাখবেন! কুরআনে মাজীদ, ফুরকানে হামীদের ১০ম পারা সূরা তাওবার ৩৪ নং

আয়াতে যারা যাকাত আদায় করে না তাদের সম্পর্কে কঠোর হুশিয়ারী বর্ণিত হয়েছে, অতএব আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۴﴾

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ৩৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর ঐসব লোক, যারা সঞ্চিত করে রাখে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা; তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন বেদনাদায়ক শাস্তির।

যাকাত আদায় করেনা এরূপ ব্যক্তিদের ব্যাপারে সতর্কবাণী সম্বলিত প্রিয় আক্বা, মাক্কী- মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন:

১. দোযখে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তি যাবে, তাদের মধ্যে একজন ঐ সম্পদশালী, যে নিজের সম্পদে আল্লাহ পাকের হক (যাকাত) আদায় করতো না। **(ইবনে খুযাইমা, কিতাবুয যাকাত, ৪/৮, হাদীস: ২২৪৯)**

২. যে ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের মালিক হলো এবং এর হক (যাকাত) আদায় করলো না তবে কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের নুড়ি পাথর বিছানো হবে, যা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তার পার্শ্ব, কপাল এবং পেটে দাগ দেয়া হবে, যখনও তা ঠান্ডা হতে থাকবে, পূনরায় তেমনি করে দেয়া হবে। (এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে) সেই দিনে, যেই দিনের সময় পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) বছরের সমান হবে, এমনকি মানুষের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন তারা নিজের পথ দেখবে, জান্নাতের দিকে যাবে নাকি জাহান্নামের দিকে।

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, পৃষ্ঠা: ৪৯১ , হাদীস: ৯৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইতিকাফের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযানুল মুবারক শুরু হয়ে গেছে এবং এই মুবারক মাসের বরকতের ব্যাপারে তো কি আর বলবো যে, এই মাসে ইবাদত করা এবং নেকী বৃদ্ধি করার অসংখ্য সুযোগ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। সুতরাং এই মাসে নেকী বৃদ্ধি এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো আর অধিকহারে ইলমে দ্বীন অর্জনের একটি অনন্য মাধ্যম হলো ইতিকাফ আর ইতিকাফের ফযীলতের অনুমান এই হাদীসে পাক দ্বারা করুন যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ اعْتَكَفَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি ঈমানের সহিত সাওয়াব অর্জনের নিয়তে ইতিকাফ করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(জামেয়ে সগীর, পৃষ্ঠা:৫১৬, হাদীস: ৮৪৮০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে এই বছর অন্যথায় জীবনে কমপক্ষে একবার তো সম্পূর্ণ রমযানুল মুবারক মাসের ইতিকাফ করে নেয়া উচিৎ। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন এবং বিশেষত রমযান শরীফে অধিকাহরে ইবাদত করতেন। যেহেতু রমযান মাসেই শবে কদরও গোপন রাখা হয়েছে, সেহেতু এই মুবারক রাতের অনুসন্ধানে তিনি صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার সম্পূর্ণ মুবারক মাসের ইতিকাফ করেছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, ইতিকাফের সময় কিরূপ নেকী করার সুযোগ হয়। আমাদেরও প্রতি বছর না হলেও কমপক্ষে জীবনে একবার এই প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কর্মকে অনুসরণ করে

পুরো রমযানুল মুবারক মাসে ইতিকাফ করে নেয়া উচিৎ আর অপরকেও এর উৎসাহ প্রদান করা উচিৎ। اِنْ شَآءَ الله দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে সারা দুনিয়ায় সম্পূর্ণ রমযান এবং শেষ দশদিনের সুন্নাত ইতিকাফের ব্যবস্থা থাকবে, সবচেয়ে বড় ইতিকাফ আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় হবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইতিকাফে ওযু, গোসল, নামায, রোযা এবং অন্যান্য শরয়ী মাসআলার পাশাপাশি যোহর ও তারাবীর পর মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা প্রশ্নাবলীর আকর্ষণীয় উত্তর সহকারে তথ্যাবলীর ভান্ডার হাতে আসবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী তহবিলের উৎসাহ

দাওয়াতে ইসলামী হলো আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন, যার বার্তা এই পর্যন্ত প্রায় ২০০টি দেশে পৌঁছে গেছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী দ্বীনে মতীনের ৮০টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনি কাজ করে যাচ্ছে, শুধু জামেয়াতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা (শিশুদের জন্য), মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন এবং মাদানী চ্যানেলের বাৎসরিক খরচ কোটি নয় বরং শত কোটি টাকা, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজের জন্য যাকাত, সদকা, অনুদান প্রদান করার পাশাপাশি নিজের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, প্রতিবেশীদের ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকেও আল্লাহর পথে খরচ করার ফযীলত জানিয়ে মাদানী তহবিল জমা করুন। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সদকা মন্দের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সদকা মন্দ মৃত্যুকে দূর করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাজারো আশিকানে রাসূল, বিভিন্নভাবে আশিকানে রাসূলের মসজিদ ভরা সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীকে দ্বীনি কাজের জন্য আর্থিক সহায়তার সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকে, হয়তো আমাদের মধ্যে কারো মনে এই প্রশ্ন আসলো যে, আমি কিভাবে আমার অংশ দাওয়াতে ইসলামীকে দ্বীনি কাজের জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারি?

আসুন! একটি খুবই সহজ পদ্ধতি আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি যে, যার মাধ্যমে গরীবও দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী তহবিলে নিজের অংশ অন্তর্ভুক্ত করতে সফল হতে পারে, তা কী করে ? তা হলো "মাদানী দানবক্স" এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা।

দাওয়াতে ইসলামীর বিভাগ "মাদানী দান অনুদান বক্স" এর পক্ষ থেকে একটি বক্সের ব্যবস্থা করা হয়, এই মাদানী দান অনুদান বক্স দোকান, কারখানা, মার্কেট, শপিংমল, মেডিক্যাল স্টোর এবং অফিস ইত্যাদিতে রাখার পাশপাশি ঘরেও রাখা হয়, যাতে আমরা সহজেই প্রতিদিন কিছু না কিছু টাকা সেই বক্সে দিতে পারি, দোকানদারও ভাল ভাল নিয়ত সহকারে নিজের গ্রাহকদের (Customers) ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকেও আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার উৎসাহ ও ফযীলত বলে তাদেরকেও নিজের অংশ অন্তর্ভুক্ত করার উৎসাহ দিন।

পরামর্শ স্বরূপ আবেদন যে, আমরা প্রতিদিন কিছু টাকা নির্ধারণ করে নিই, যেমন; কমপক্ষে ৫ টাকা, অতঃপর সেই অনুযায়ী আমরা প্রতিদিন নিজের অংশ বক্সে দিই এবং মাদানী দান অনুদান বক্স মজলিশের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই মাদানী তহবিলও জমা করিয়ে দিন। যা

দোকান ইত্যাদিতে রাখা হয় তাকে “মাদানী দান অনুদান বক্স” আর যেই বক্স ঘরে রাখা হয় তাকে “পারিবরিক সদকা বক্স” বলা হয়।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ "সাপ্তাহিক ইজতিমা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, যাকাত দেওয়ার কত ফযীলত ও বরকত রয়েছে এবং যাকাত আদায় না করা ব্যক্তি কতটা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা দুনিয়ায়ও লোকসান ভোগ করবে এবং আখিরাতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতে পতিত হবে। যাকাত এবং অন্যান্য ফরয পালনের অভ্যাস গড়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশ নিন। যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো "সাপ্তাহিক ইজতিমা"।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক ইজতিমায় যিকির হয় ✯ ইলমে দ্বীন শেখার সুযোগ পাওয়া যায় ✯ নেক সাহচর্যে বসা এবং ✯ মসজিদে সময় কাটানো নসীব হয় ✯ একটি গুরুত্বপূর্ণ বরকত এই যে, দ্বীনি ইজতিমার জন্য যাওয়াও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া। সাপ্তাহিক ইজতিমায় আসলে اِنْ شَآءَ الله ঘর থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত পুরো সময় আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হবে। প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিত সাপ্তাহিক ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণের নিয়ত করে নিন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইতিকাফের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারক মাস চলমান, এই মুবারক মাসে হাজারো আশিকানে রাসূল ইতিকাফের সুন্নাতের উপর আমল করে থাকে, অনেক ইসলামী ভাই পুরো রমযান মাস আর অনেক ইসলামী ভাই দশদিনের ইতিকাফে বসার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। আসুন! ইতিকাফের সুন্নাত ও আদবের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী: (১) ইরশাদ করেন: যেই ব্যক্তি ঈমান সহকারে সাওয়াব অর্জন করার নিয়তে ইতিকাফ করলো তার সকল পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **(জামেয়ে সগীর, পৃষ্ঠা:৫১৬, হাদীস: ৮৪৮০)** (২) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি রমযানুল মুবারকে দশদিন ইতিকাফ করে নিলো, সে এমন যেন দুটি হজ্ব ও দুটি ওমরা করলো। **(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৪২৫, হাদীস: ৩৯৬৬)** ✯ রমযানুল মুবারকের শেষ দশকের ইতিকাফ হলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া, যদি সবাই বর্জন করে তবে সবাইকে জবাবদিহীতা করতে হবে আর শহরে একজন করে নিয়ে তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে। **(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা):২৭০** ✯ মান্নত এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত যে ইতিকাফ করা হয় তা মুস্তাহাব ও সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা, এর জন্য রোযাও শর্ত নয় আর না কোন নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত, যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন ইতিকাফের নিয়ত করে নিন। **(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা:২৭১)** ✯ রমযানুল মোবারকে ইতিকাফ করার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য শবে কদরকে অন্বেষণ করা। **(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা: ২৬৬)**

ঘোষণা

ইতিকাফের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

ইতিকাফের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

✯ জামে মসজিদ হওয়া ইতিকাফের জন্য শর্ত নয় বরং 'মসজিদে জামাআতে'ও হতে পারে। 'মসজিদে জামাআত' হচ্ছে ঐ মসজিদ, যাতে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োজিত আছেন, যদিওবা তাতে পাঁচ ওয়াক্ত জামাআত হয়না। **(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা:২৭৬)** ✯ সর্বোত্তম হচ্ছে মসজিদে হারাম শরীফে ইতিকাফ করা অতঃপর মসজিদে নববী শরীফে ইতিকাফ করা, তারপর মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস) অতঃপর তাতে, যেখানে বড় জামাআত হয়। **(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা:২৭৬)** ✯ ইতিকাফের কারণে যেসকল নেকী করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো, যেমন; কবরের যিয়ারত, মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ, রোগাক্রান্তের প্রতি সহমর্মিতা, জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা, তারা এসব নেকীর সাওয়াব সেভাবেই পায় যেভাবে এই কর্ম সম্পাদনকারীরা পায়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৩/২১৭)** ✯ ইসলামী বোনেরা মসজিদে বাইতে ইতিকাফ করবে। মসজিদে বাইত ঐ স্থানকে বলে, যেখানে মহিলারা নিজের ঘরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়। **(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা:৩৩৩)** ✯ ইতিকাফ অবস্থায় দুটি কারণে মসজিদের সীমানার বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। (১) শরয়ী প্রয়োজন (২) প্রাকৃতিক প্রয়োজন। শরয়ী প্রয়োজন যেমন; জুমার নামায আদায়ের জন্য যাওয়া।

(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা:৩০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদে প্রবেশের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী “মসজিদে প্রবেশের দোয়া” মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমার জন্য আপন রহমতের দরজা খুলে দাও। **(খযিনায়ে রহমত, পৃষ্ঠা: ৮৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد